রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৭ সনের ২৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৩, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৯—৫০৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯৫—১১০৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৯—১৮৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৫—৮১৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ১৮ মে ২০১৭

নং আর-৬/৭এন-১৩/২০১৭-২৬২—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, পিতা- জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এত দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

আদেশাবলী

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭

নং আর-৬/৭এন-০৭/২০১৭-২৮৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব অসীমা দেবী, পিতা- জনাব সুনীল কুমার নাথ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

মোঃ মজিবর রহমান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ০৪ জুন ২০১৭

নং আর-৬/৭এন-০৯/২০১৭-৩১৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুর রউফ আকন্দ, পিতা- জনাব মরহুম হাবিব উল্লাহ আকন্দ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ২২ মে ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-৪২/০৫(অংশ)-৪৪০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল ছামাদ কয়েছ, পিতা- মোঃ আব্দুল লতিফ, মাতা- আবেদা বেগম, গ্রাম-হরিপুর, ডাকঘর-কুলাউড়া, উপজেলা-কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৭ নং কুলাউড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ২৫ মে ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-৫৩/১২-৪৬৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব এ আর এম দেলাওয়ার হোছাইন, পিতা-এ কে,এম, হোছাইন আহম্মদ, মাতা-মাছুমা বেগম, গ্রাম-বরল্লা, ডাকঘর-উত্তর হাওলা, উপজেলা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ০৯নং উত্তর হাওলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-৭৫/২০০২-৪৭৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ মহিউদ্দীন, পিতা- মোঃ আবু বকর, মাতা- মাহমুদা বেগম, গ্রাম- হাজরাপুর, ডাকঘর-হাজরাপুর, উপজেলা-মাদারীপুর, জেলা-মাদারীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার রাস্তি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ মে ২০১৭/ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

নং বিপম/প্রঃ/২ প্রশাসন-২/৯৭-১৬৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৯-১৯৯৫ তারিখের নং-সম/সওব্য/টিম-১(সংস্থাপন-সাংকাঃ)-২৪/৯৪-১৭০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০১-২০১৭ তারিখের ০৯ সংখ্যক, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৫ এর ২৭-০২-২০১৭ তারিখের ১১১ সংখ্যক এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৭ সংখ্যক স্মারকের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাঁটলিপিকার জনাব মোঃ ফিরোজ আলম এর পদবি নিম্নরূপভাবে পরিবর্তনে নির্দেশক্রমে সরকারি মঞ্জুরি (জি.ও) জ্ঞাপন করছিঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান পদবি	পরিবর্তিত পদবি	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতনস্কেল/ ২০১৫	যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা
১	২	৩	৪	৫
০১.	সাঁটলিপিকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (গ্রেড-১০ম)	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত; এবং (গ) তফসিল ৩ ও ৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর বা কম্পিউটার অপারেটর পদের অন্যূন পাঁচ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাঃ তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিলেকশন গ্রেড বা উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর বা কম্পিউটার অপারেটরগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

২। উপরের ৪নং কলামে সুপারিশকৃত বেতনস্কেল এবং ৫ নং কলামে বর্ণিত যোগ্যতা-অভিজ্ঞতায় কার্যকর হবে;

৩। ইহা জি.ও জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে;

৪। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-০১-২০১৭ তারিখের ০৯ সংখ্যক এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৫ এর ২৭-০২-২০১৭ তারিখের ১১১ সংখ্যক পত্রে সম্মতি রয়েছে;

৫। এ পদের বেতন-ভাতা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

৬। এতে মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমোদন রয়েছে।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা
উপসচিব।

পর্যটন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ মে ২০১৭

নং ৩০.০১৫.০০৮.০০.০০.০৪১.২০০৩-৩৩৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব অপরূপ চৌধুরী-এর স্থলে সংস্থাটির বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব আখতারুজ জামান খান কবির-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদে নিয়োগদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সামিহা ফেরদৌসী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/ ০৪ জুন ২০১৭

নং ২৩.০০.০০০০.১৬০.৩৫.১০৬.১৭-১২০—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরে বেসামরিক কোটায় নিম্নবর্ণিত পদে কর্মরত কর্মচারীদের (সাবেক প্রথম শ্রেণি) জ্যেষ্ঠতা তালিকা নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হল:

ক্রমিক নম্বর	কর্মচারীদের নাম	বর্তমান পদবী

পরিচালক

১.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ হাওলাদার	পরিচালক
২.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	পরিচালক

উপ-পরিচালক (জরিপ)

১.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-পরিচালক (জরিপ)
২.	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	উপ-পরিচালক (জরিপ)
৩.	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান	উপ-পরিচালক (জরিপ)
৪.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের হোসেন	উপ-পরিচালক (জরিপ)
৫.	জনাব রতন কুমার গোস্বামী	উপ-পরিচালক (জরিপ)

ম্যানেজার

১.	জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন	ম্যানেজার

সহকারী পরিচালক (জরিপ)

১.	জনাব মোঃ রাজিউদ্দিন	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
২.	জনাব গণেশ চন্দ্র রায়	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৩.	জনাব নয়ন চন্দ্র সরকার	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৪.	জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৫.	জনাব দেবাশীষ সরকার	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৬.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৭.	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৮.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
৯.	জনাব মোঃ সাইদুজ জামান	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
১০.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
১১.	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
১২.	জনাব প্রবীর কুমার দাস	সহকারী পরিচালক (জরিপ)
১৩.	বেগম শাকিলা জামান	সহকারী পরিচালক (জরিপ)

সহকারী সার্জন

১.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	সহকারী সার্জন

নং ২৩.০০.০০০০.১৬০.৩৫.১০৬.১৭-১২১—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরে বেসামরিক কোটায় নিম্নবর্ণিত পদে কর্মরত কর্মচারীদের (সাবেক দ্বিতীয় শ্রেণি) জ্যেষ্ঠতা তালিকা নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হল:

ক্রমিক নম্বর	কর্মচারীদের নাম	বর্তমান পদবী

সহকারী ম্যানেজার

১.	জনাব মোঃ মোমিন হোসেন প্রাং	সহকারী ম্যানেজার
২.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী ম্যানেজার

স্টোর অফিসার

১.	জনাব মোঃ ওমর ফারুক	স্টোর অফিসার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিজুল ইসলাম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২৪ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪.২০১৬-৪৬৬—যেহেতু জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর রশিদ, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চিতলমারী, বাগেরহাট তাঁর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলাধীন কুশলীহাট-ধারাবাশাইল জিসি সড়ক ভায়া মিত্রডাঙ্গা-সোনাখালী সড়কে ৭৭৫০ মিঃ চেইনেজে ৭৫.০০ (৩×২৫ মিঃ) ব্রীজ নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী এ বিভাগের ২৫-০৭-২০১৬ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪.২০১৬-৫৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর রশিদ, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চিতলমারী, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ জেলাধীন টুংগীপাড়া উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলাধীন কুশলীহাট-ধারাবাশাইল জিসি সড়ক ভায়া মিত্রডাঙ্গা-সোনাখালী সড়কে ৭৭৫০ মিঃ চেইনেজে ৭৫.০০ (৩×২৫ মিঃ) ব্রীজ নির্মাণ কাজ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও যথাযথভাবে তদারকী করেননি। ফলে বর্ণিত কাজে ২৫মিঃ স্প্যানের গার্ডার বেঁকে যায়। এর পরেও ব্রীজের স্লাব ঢালাই দেয়া হয়। বিভাগীয় মামলা দায়েরের পরে ব্রীজের ক্রটিপূর্ণ কাজ অপসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের সকল জবাব ও দলিলপত্র পর্যালোচনা করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর রশিদ, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চিতলমারী, বাগেরহাট তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে তাঁর বেতন তাঁর বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত রাখার দণ্ড ৩(তিন) বছরের জন্য আরোপ করা হল। ৩(তিন) বছর পর তিনি বর্তমান স্কেলে (অর্থাৎ দণ্ড প্রদানের পূর্বের স্কেলে) বেতন ও বার্ষিক বর্ধিত বেতনাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ /২৩ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১১৭.১১৭.২০১৭-৬৬৯—যেহেতু, গত ০২-০১-২০১৭ তারিখ রাত ০২.১৫ টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জনাব সুপার জ্যোতি চাকমা, চেয়ারম্যান লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সরকারি বাসভবন তল্লাশীকালে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা ০১টি পুরাতন পিস্তল, ম্যাগজিন ও ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে তাঁর বিরুদ্ধে লক্ষীছড়ি থানায় অস্ত্র আইনের ১৯ক ধারায় ০১/২০১৭নং মামলা দায়ের করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলা যথাযথভাবে তদন্তপূর্বক অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে;

যেহেতু, জনাব সুপার জ্যোতি চাকমা, চেয়ারম্যান লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত লক্ষীছড়ি থানার মামলা নং-০১, তারিখ ০২-০১-২০১৭ (SPL ১৩/১৭, জি আর ০১/১৭) (ধারা-অস্ত্র আইনের ১৯ক) মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক জনাব সুপার জ্যোতি চাকমা, লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ায় এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট অবৈধ অস্ত্র থাকায় তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের পরিপন্থি মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত]-এর ১৩খ(১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সুপার জ্যোতি চাকমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অধিশাখা : কারিগরি-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৮ মে, ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫২.২৮.০০৩.১৭-৩২১—বেসরকারি উদ্যোগে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল), এইচ.এস.সি. (বি.এম), ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্থাপন/পাঠদান/স্বীকৃতি প্রদানের অনুসরণীয় নীতিমালা সদয় অনুমোদন করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
উপসচিব (কারিগরি-২)।

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত

নীতিমালা

কোর্স পরিচিতি

এ কোর্সের নাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৪ (চার) বছর অর্থাৎ ৮ (আট) সেমিস্টার। ১ (এক) থেকে ৭ (সাত) সেমিস্টার পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউট/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী শিল্প কারখানায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ হবে পর্ব মধ্য পরীক্ষাসহ ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩০-৪০ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের মোট ১৬ কার্যসপ্তাহের ১২ কার্যসপ্তাহ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ও ৪ কার্যসপ্তাহ ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে।

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য:

- ➔ শিল্প কারখানা, উন্নয়ন-উৎপাদন কেন্দ্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মক্ষেত্রের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মধ্যম স্তরের প্রকৌশলী তথা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী তৈরি করা। যারা দেশ বিদেশের কর্মক্ষেত্রের যোগ্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।
- ➔ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিধিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ, প্রত্যয়ন ও অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকুশলী, সমস্যার একাধিক সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম।
- ➔ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সৃষ্টি করা যারা উদ্যোক্তা (Entrepreneur) হিসেবে কাজ করতে সমর্থ হবে।
- ➔ উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রকৌশলী/গবেষকদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যোগ্য ডিপ্লোমা প্রকৌশলী তৈরি করা। কর্মক্ষেত্রে প্রকৌশলী কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন, প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন হবে এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মকুশলীদের কাজের তত্ত্বাবধানের যোগ্যতার অধিকারী হবে।
- ➔ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিক্ষণ প্রদানের উপযোগী ডিপ্লোমা প্রকৌশলী গড়ে তোলা।

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতির জন্য অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা:

১. **প্রস্তাবনা :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস.আর.ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, ১৯৬৭ (E.P. Act No. 1 of 1967) এর Section 40(2) এর Clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা

বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি ও অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নাম পরিবর্তন, স্থানান্তর, নবায়ন বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ও স্বীকৃতির নীতিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হবে।

৩. **সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না হলে এ নীতিমালায় :

৩.১ 'কারিগরি শিক্ষা' অর্থ Technical Education Act, এ 1967 (E.P. Act No. 1 of 1967) এর Section-২ এর Clause (d) তে উল্লিখিত Technical education;

৩.২ 'বোর্ড' অর্থ Technical Education Act, ১৯৬৭ (E.P. Act No. 1 of 1967) এর Section-3 ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical education Board;

৩.৩ 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

৩.৪ 'বাছাই কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, যে কমিটি আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে;

৩.৫ 'ফি' অর্থ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ বুঝাবে;

৩.৬ "পরিদর্শন টিম" অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত দল;

৩.৭ "অ্যাফিলিয়েশন কমিটি" অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে;

৩.৮ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদানের সকল শর্ত পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান;

৩.৯ "পাঠদানের অনুমতি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান;

৩.১০ 'স্বীকৃতি' অর্থ বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

৩.১১ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা;

৩.১২ 'পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঠদানে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা;

৩.১৩ "স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা;

৪. **ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা:**

৪.১ **প্রতিষ্ঠানের ধরন :**

(ক) স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান : কেবল ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(খ) সংযুক্ত: ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রমে;

৪.২ **প্রতিষ্ঠানের নামকরণ :**

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ বিশেষায়িত নামের শেষে টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট/ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট/সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট/বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নাম থাকতে হবে।

৪.২.১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের সাথে অবশ্যই ব্রাকেটবিহীন 'বেসরকারি' শব্দটি লিখতে হবে।

৪.২.২ একই জেলায় একই নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না।

৪.২.৩ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.২.৪ নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

৪.২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একইসাথে ইংরেজি নাম অনুমোদন করতে হবে

৪.৩ **ব্যক্তির নামে নামকরণ :**

ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না।

৪.৪ **আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান হতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব :**

মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণভাবে ২ (দুই) কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৪.৫ **প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা :**

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ২ (দুই) লক্ষ হতে হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির পরিমাণ:

(ক) প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/ পৌর এলাকায় ন্যূনতম অখন্ড ১০ (দশ) শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখন্ড ১৫ (পনেরো) শতাংশ জমি সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করতে হবে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির উপর পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক, আনুসাংগিক ও টেকনোলজির জন্য প্রযোজ্য আয়তনের ভবন (পাকা/ সেমিপাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে।

(খ) **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।**

৪.৭ **ভৌত অবকাঠামো : পরিশিষ্ট-১।**

৪.৮ **যন্ত্রপাতি :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত টেকনোলজিভিত্তিক যন্ত্রপাতির তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের সাথে যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৯ **বিদ্যুৎ সুবিধা :**

প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র ও প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল দাখিল করতে হবে।

৪.১০ **আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ: পরিশিষ্ট-২।**

৪.১১ **ব্যবস্থাপনা কমিটি :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯ (এস আর ও নং ২৬৭-আইন/২০০৯) অনুযায়ী স্বীকৃতি/অনুমতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১২ **শিক্ষক কর্মচারী :**

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এসআরও নং-৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশাবলী প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থায় বোর্ড কর্তৃক স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৪.১৪ **লাইব্রেরি : পরিশিষ্ট-৭**

৪.১৫ **প্রতিষ্ঠানের তহবিল :**

৪.১৫.১ **সাধারণ তহবিল :**

প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৫.২ **সংরক্ষিত তহবিল :**

প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ৪.৩ ধারায় উল্লিখিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে মোট ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে

বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনপত্রের সাথে টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফডিআর) হিসেবে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৫.০ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি :

৫.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন পদ্ধতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইট হতে আবেদনপত্র ও নীতিমালা ডাউন লোড করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৫.১.১ অনুমতির জন্য শর্তসমূহ :

৫.১.১.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের একটি পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে;

৫.১.১.২ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর অবশ্যই পাঠদানের আবেদনের পূর্বে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি করতে হবে।

৫.১.১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে।

৫.১.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ অনুমতি প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই:

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক- যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

৫.২.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নে সুষম বন্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.২.২ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.৩ অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৫.৪ পরিদর্শন ফি প্রদান:

বাছাই কমিটি এবং অ্যাফিলিয়েশন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরিদর্শন ফি প্রদানের জন্য অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ পরিদর্শন টিম নির্বাচন এবং পরিদর্শনে প্রেরণ:

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরিদর্শন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টিম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন :

৬.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ অনূর্ধ্ব ০২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। জমি প্রতিষ্ঠানের নামে না থাকলে **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পূর্বে 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হবে' মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।**

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা অনুমতি প্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৬.১.১ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬.২ পাঠদানের অনুমতি প্রদান :

স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাঠদানের অনুমতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এ,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবে।

৬.৩ পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি:

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার :

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ স্বীকৃতি :

চূড়ান্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী যাচাই করে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ শাখা/টেকনোলজি সংযোজনের জন্য আবেদন :

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী সেমিস্টার ৪র্থ ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে শাখা/ টেকনোলজি সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। পরবর্তী কার্যক্রম পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও জনসংখ্যা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তের অনুরূপ হবে।

৬.৬.১ ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোন শাখা/ টেকনোলজি সংযোজন/আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া যাবে না। ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

৬.৭ **আসন সংখ্যা বৃদ্ধি : আসন সংখ্যা** বৃদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ৪র্থ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনকৃত টেকনোলজির বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হবে।

৭.০ বোর্ড সভার অনুমোদন :

কোন প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি প্রদানের পর বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ আসন সংখ্যা :

প্রতি টেকনোলজিতে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৫০ (পঞ্চাশ) জন।

৯.০ অ্যাফিলিয়েশন ফি :

পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে অ্যাফিলিয়েশন ফি বোর্ডে জমা দিতে হবে।

১০.০ স্বীকৃতি নবায়ন :

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামাণ্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্তপূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্তপূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ স্থান পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে

হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী (নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সকল শর্তসমূহ) পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে। তবে পৌরসভা/ শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং গ্রাম এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/শিল্প এলাকা/ মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না। এক জেলায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অন্য জেলায় স্থানান্তর করা যাবে না। উল্লেখ্য, কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যাবে না।

১১.১ নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ জনিত কারণে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দূরত্ব ও জনসংখ্যার শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১২.০ নাম পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সঙ্গত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। (পরিবর্তিত নামে সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল,জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় ২ (দুই)টি পত্রিকায় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।)

১৩.০ পাঠ্যক্রম :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ক্লাস রুটিন :

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাসরুটিন প্রণয়ন করে যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ ব্যবহারিক ক্লাস :

শিক্ষার্থীকে দক্ষ মধ্যম স্তরের প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন :

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ ব্যবহারিক ক্লাসের দ্রব্যাদি :

ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.০ ল্যাব :

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাব সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে।

১৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠান :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বরবিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হবে।

২১.০ সহপাঠ্য কার্যক্রম :

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বৃক্ষরোপণ, রোভারিং/গার্লস ইন রোভার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, স্কিলস্ কম্পিটিশন, জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২২.০ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.০ ছাত্রছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা, ঐক্য ও শালীনতা এ তিনটি বিশেষ গুণের সমন্বয় সাধন এবং বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দু'ধরনের পোশাক ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

২৪.০ সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলীও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার :

২৫.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৫.২ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/ স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নিম্নোক্ত কারণেও বোর্ড প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে:

(ক) সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে,

(খ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঠিকানা পরিবর্তন করলে।

২৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২৭.০ **ব্যাখ্যা :**

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.১ **সংরক্ষণ :**

কোন কারণ ব্যতিরেকে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শাখা সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.২ **আপিল :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আপীল কমিটির নিকট আপীল করতে পারবেন। আপিল কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৯.০ **অঙ্গীকারনামা প্রদান :**

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(ক)

(খ) পাঠদানের আবেদনের সাথে উদ্যোক্তাগণকে ৩০০/-(তিনশত) টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতিমালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(খ)

৩০.০ **অ্যাফিলিয়েশন কমিটি :**

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানঃ পরিশিষ্ট-৪।

(খ) শাখা/টেকনোলজি সংযোজন এবং আসন বৃদ্ধিঃ পরিশিষ্ট-৫।

৩১.০ **হেফাজতকরণ :** এই নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বের জারীকৃত সকল নীতিমালা ও আদেশ রহিত হবে।

পরিশিষ্ট-১

ভৌত অবকাঠামো

ক. **কক্ষের বিবরণ**

সাধারণ-

●	অধ্যক্ষ/পরিচালকের কক্ষ	১টি	:	১৫০ বঃ ফুট
●	অফিস কক্ষ	১টি	:	১৫০ বঃ ফুট
●	একাডেমিক কক্ষ	১টি	:	১৫০ বঃ ফুট
●	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	১টি	:	১৫০ বঃ ফুট
●	ছাত্রদের কমনরুম	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
●	ছাত্রীদের কমনরুম	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
●	স্টোর	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
●	টিচার্স কমনরুম	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
●	টয়লেট (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা)	২টি	:	১০০ বঃ ফুট
●	লাইব্রেরি	১টি	:	৪০০ বঃ ফুট

শ্রেণিকক্ষ -

প্রতি টেকনোলজি প্রতি গ্রুপ (প্রতিটি)	৪টি	:	৪০০ বঃ ফুট
সর্বমোট		=	১৬০০ বঃ ফুট

শিক্ষকদের বসার কক্ষ-

-	বিভাগীয় প্রধান	১টি	:	১০০ বঃ ফুট
-	শিক্ষকমণ্ডলী	১টি	:	১৫০ বঃ ফুট

ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ-

● **সাধারণ**

-	পদার্থবিজ্ঞান (প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য)	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
-	রসায়নবিজ্ঞান (প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য)	১টি	:	২০০ বঃ ফুট
-	কম্পিউটার	১টি	:	৪০০ বঃ ফুট
-	বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস	১টি	:	৪০০ বঃ ফুট
-	ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং	১টি	:	৩০০ বঃ ফুট
-	বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব	১টি	:	৩০০ বঃ ফুট
-	কটন স্পিনিং সেড	১টি	:	৪০০০ বঃ ফুট
-	জুট স্পিনিং সেড	১টি	:	৪০০০ বঃ ফুট
-	উইভিং সেড	১টি	:	৪০০০ বঃ ফুট
-	নিটিং সেড	১টি	:	২০০০ বঃ ফুট
-	কোয়ালিটি কন্ট্রোল	১টি	:	২০০০ বঃ ফুট
-	ডাইং এবং প্রিন্টিং (ওয়েট প্রসেসিং)	১টি	:	২০০০ বঃ ফুট
-	গার্মেন্টস	১টি	:	২০০০ বঃ ফুট

পরিশিষ্ট-২

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ

অফিস কক্ষ (অধ্যক্ষ) :

(০১)	ফুল সেক্রেটারিয়াল টেবিল	-	০১ টি
(০২)	কুশন চেয়ার (আর্মড)	-	০৫ টি
(০৩)	সোফা	-	০১ সেট
(০৪)	ফাইল কেবিনেট	-	০১ টি
(০৫)	স্টীল আলমীরা	-	০১ টি
(০৬)	কম্পিউটার	-	০১ টি (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ)

টিচার্স কমনরুম :

(০১)	লম্বা টেবিল	-	০১ টি
(০২)	আর্মড কুশন চেয়ার	-	১০ টি
(০৩)	ফাইল কেবিনেট	-	০২ টি
(০৪)			

অফিস কক্ষ/একাডেমিক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : (প্রতিটির জন্য)

(০১)	স্টীল আলমীরা	-	০১ টি
(০২)	ফাইল কেবিনেট	-	০২ টি
(০৩)	চেয়ার	-	০৫ টি
(০৪)			

ছাত্রদের কমনরুম/ছাত্রীদের কমনরুম : (প্রতিটির জন্য)

(০১) বেঞ্চ : ০৪ (চার) টি

(০২) প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামাদি

স্টোর রুম:

(০১) র‍্যাক : ০১ টি

(০২) প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাবপত্র

টেকনোলজিভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মডেল শিক্ষা উপকরণ হিসেবে থাকতে হবে।

লাইব্রেরি :

১) প্রতি দুইটি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপের জন্য বইয়ের র‍্যাক - ০১ টি

২) প্রতি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপের জন্য ৫ (পাঁচ) টি চেয়ার এবং একটি টেবিল

শ্রেণিকক্ষ :

১) ট্যাবলয়েড চেয়ার ৫০টি প্রতি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপ

২) লেকচার টেবিল-১টি (প্রতি রুম)

৩) ডায়াস-১টি (প্রতি রুম)

ল্যাব ও শপ :

প্রতি শপে/ল্যাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার ও টেবিল।

পরিশিষ্ট-৩(ক)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত অনুমতি প্রাপ্তির আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী সত্য। প্রদত্ত নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। আবেদনের সাথে সংযোজিত ছকে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনাও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিতে আরোপিত শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আমার/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব** (উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি) (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৩(খ)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হবে। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। সাধারণ বিষয়সমূহের ক্লাস উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা গ্রহণ করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে বেতন-ভাতাদি বহন করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব** (উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি) (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৪

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (স্থাপন/পাঠদান)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিদর্শক	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, সরকারি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৭.	কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য সচিব

কার্য পরিধি : কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-৫

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (শাখা সংযোজন)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, সরকারি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিদর্শক	সদস্য
৭.	সংশ্লিষ্ট উপ পরিদর্শক	সদস্য সচিব

কার্য পরিধি : কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-৬ : বিভিন্ন ফরম

পরিশিষ্ট-৭

লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা : প্রতি টেকনোলজির জন্য সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচ শত) কপি।

বইয়ের ধরন :

১. টেকনোলজিভিত্তিক রেফারেন্স বই ৫০%

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ২০%

৩. সাহিত্য বিষয়ক বই ১০%

৪. ইতিহাস বিষয়ক বই ১০%

৫. গবেষণা বিষয়ক বই ৫%

৬. আত্মজীবনী ৫%।

এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত

নীতিমালা

কোর্স পরিচিতি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অভ্যন্তরীণ ও বিদেশের চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি জরিপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ ৫/অনুমতি-২৯/৯৪/৫৫৩ শিক্ষা, তারিখঃ ০১-০১-১৯৯৫ এর আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মান সম্পৃক্ত রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে শুধুমাত্র ট্রেড অংশ এবং বোর্ড নির্ধারিত দক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী :

- চাকরি বাজারের চাহিদার বিকাশমান গতিধারা (ইমার্জিং ট্রেন্ড) অনুযায়ী শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ;
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ সুগম করা ;
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- এমন এক শ্রেণির কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা , যারা প্রকৌশলীদের কাজে সহযোগী করবে ;
- উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত দক্ষ কর্মকুশলীদের কাজে সহযোগী করবে ;

এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদানের অনুমতির জন্য অ্যাফিলিয়েশন, ট্রেড সংযোজন, স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা :

১. **প্রস্তাবনা :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস.আর.ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, 1967 (E.P.Act No.1 of 1967) এর Section 40(2) এর Clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি ও অ্যাফিলিয়েশন, ট্রেড সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নাম পরিবর্তন, স্থানান্তর, নবায়ন বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ও স্বীকৃতির নীতিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হবে।

৩. সংজ্ঞা :

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না হলে এ নীতিমালায় :

৩.১ 'কারিগরি শিক্ষা' অর্থ Technical Education Act, এ 1967 (E.P.Act No.1 of 1967) এর Section-২ এর Clause (d) তে উল্লিখিত Technical Education ;

৩.২ 'বোর্ড' অর্থ Technical Education Act, 1967 (E.P.Act No.1 of 1967) এর Section-3 ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical Education Board ;

৩.৩ 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

৩.৪ 'বাছাই কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, যে কমিটি আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে ;

৩.৫ 'ফি' অর্থ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ বুঝাবে ;

৩.৬ 'পরিদর্শন টিম' অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত দল ;

৩.৭ 'অ্যাফিলিয়েশন কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, ট্রেড সংযোজন, আসন বৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে ;

৩.৮ 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি' অর্থ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদানের সকল শর্ত পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান ;

৩.৯ 'পাঠদানের অনুমতি' অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান ;

৩.১০ 'স্বীকৃতি' অর্থ বোর্ড কর্তৃক এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান ;

৩.১১ 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১২ 'পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঠদানে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৩ 'স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৪ 'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান' অর্থ উদ্যোক্তা/সংস্থা/ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন-এর অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

৩.১৫ 'শিক্ষার্থী' অর্থ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রী, বালক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বুঝাবে ;

৪.০ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা :

৪.১ প্রতিষ্ঠানের ধরন :

ক) স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ;

খ) সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ;

১) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রম ;

২) এস.এস.সি (ভোকেশনাল) এর সাথে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের (যেখানে বিজ্ঞান গ্রুপসহ নবম ও দশম শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি আছে) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ;

৩) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রম ;

৪.২ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ :

দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সংযোজন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত নাম বহাল থাকবে। তবে, সাধারণ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ বিশেষায়িত নামের শেষে কারিগরি স্কুল/ভোকেশনাল স্কুল/কারিগরি ইন্সটিটিউট/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট/বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নাম থাকতে হবে।

৪.২.১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের সাথে অবশ্যই ব্রাকেটবিহীন 'বেসরকারি' শব্দটি লিখতে হবে।

৪.২.২ একই উপজেলা/জেলায় একই নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না।

৪.২.৩ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.২.৪ নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

৪.২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একই সাথে ইংরেজি নাম অনুমোদন করতে হবে।

৪.৩ ব্যক্তির নামে নামকরণ :

ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না।

৪.৫ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান হতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব :

মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণভাবে ১ (এক) কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩ (তিন) কিলোমিটার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক /উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদেয়/ইস্যুকৃত দূরত্বের সনদপত্রে আবেদিত প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও ঠিকানাসহ দূরত্ব উল্লেখ থাকতে হবে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা :

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ৩০ (ত্রিশ) হাজার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৪.৭ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির পরিমাণ :

(ক) প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকার ন্যূনতম অখণ্ড ২০ (বিশ) শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমি সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির উপর পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক, আনুষঙ্গিক ও ট্রেডের জন্য প্রযোজ্য আয়তনের ভবন (পাকা/সেমিপাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানের একাধিক ক্যাম্পাস থাকতে পারবে না।

(গ) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

৪.৮ ভৌত অবকাঠামো : পরিশিষ্ট-১।

৪.৯ যন্ত্রপাতি :

বাংলাদেশ কারিগরির শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ট্রেডভিত্তিক যন্ত্রপাতির তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের সাথে যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৪.১০ বিদ্যুৎ সুবিধা :

প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র ও প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল দাখিল করতে হবে।

৪.১১ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ :

শ্রেণিকক্ষে প্রতি ট্রেডের ৪০ জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ, ল্যাবে কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত টেবিল ও বসার চেয়ার এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার-টেবিল এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (প্রজেক্টর/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও ইকুইপমেন্ট, মডেল চার্ট), আলমারি ও ফাইল কেবিনেট থাকতে হবে। **পরিশিষ্ট-২।**

৪.১২ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধিমালা, ২০০৯ (এস আর ও নং ২৬৭-আইন/২০০৯) অনুযায়ী স্বীকৃতি/অনুমতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১৩ শিক্ষক-কর্মচারী :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস আর ও নং ৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এস আর ও নং ৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশাবলী প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

৪.১৩.১ জনবল কাঠামো :

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০-এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত জনবল কাঠামো :

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
১	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন (প্রতি ট্রেড)	সরকার কর্তৃক জারীকৃত বেতন কাঠামো
২	সহকারী শিক্ষক ভাষা (বাংলা/ইংরেজি)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	১ জন	
৩	কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর	১ জন	
৪	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসটেন্ট	১ জন (প্রতি ট্রেড) সর্বমোট ২ জন	

স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
১	সুপারিনটেনডেন্ট	১ জন	সরকার কর্তৃক জারীকৃত বেতন কাঠামো
২	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন (প্রতি ট্রেড)	
৩	সহকারী শিক্ষক ভাষা (বাংলা/ইংরেজি)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	১ জন	
৪	কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর	১ জন	
৫	নিম্নমান সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	
৬	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসটেন্ট	১ জন (প্রতি ট্রেড) সর্বমোট ২ জন	
৭	বিজ্ঞান ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট	১ জন	
৮	অফিস সহায়ক (গার্ড/মালী/ঝাড়ুদার)	১ জন	
৯	আয়া (কেবলমাত্র বালিকা প্রতিষ্ঠানের জন্য)	১ জন	

*সরকার কর্তৃক সর্বশেষ জারীকৃত জনবল কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।

এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থায় বোর্ড কর্তৃক স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৪.১৪ **লাইব্রেরি : পরিশিষ্ট-৭।**

৪.১৫ **প্রতিষ্ঠানের তহবিল :**

৪.১৫.১ **সাধারণ তহবিল :**

প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হালনাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৫.২ **সংরক্ষিত তহবিল :**

প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ৪.৩ ধারায় উল্লিখিত ১০(দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে মোট ১৩ (তের) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনপত্রের সাথে টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফ.ডি.আর.) হিসেবে হালনাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৫.০ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি :**

৫.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন পদ্ধতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইট **(www.bteb.gov.bd)** হতে আবেদনপত্র ও নীতিমালা ডাউন লোড করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে ব্যাংক রসিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৫.১.১ **অনুমতির জন্য শর্তসমূহ:**

৫.১.১.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/ উদ্যোক্তাদের একটি পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে ;

৫.১.১.২ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর অবশ্যই পাঠদানের আবেদনের পূর্বে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি করতে হবে।

৫.১.১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে।

৫.১.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে।

৫.১.১.৫ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ **প্রাথমিক বাছাই :**

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে;

৫.২.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে উপজেলা/ইউনিয়নে সুষম বণ্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.২.২ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.২.৩ প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিদর্শন ফি জমা নেয়া হবে।

৫.৩ **অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন :**

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৫.৪ **পরিদর্শন ফি প্রদান :**

বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরিদর্শন ফি প্রদানের জন্য অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ **পরিদর্শন টীম নির্বাচন এবং পরিদর্শনে প্রেরণ :**

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরিদর্শন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টীম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শন টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ **এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন।**

৬.১ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস,আর, ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলি পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে জমি না থাকলে **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সাথে 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হবে' মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।**

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা অনুমতি প্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৬.১.১ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬.২ পাঠদানের অনুমতি প্রদান :

স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাঠদানের অনুমতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শন টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা , ১৯৯৬ (এস, আর,ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবে।

৬.৩ পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি :

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান শিক্ষার্থী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার :

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ স্বীকৃতি :

চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে ৫০% উর্ত্তীর্ণ হলে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান শিক্ষার্থী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি যাচাই করে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ ট্রেড সংযোজনের জন্য আবেদন :

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উর্ত্তীর্ণ হলে ট্রেড সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। পরবর্তী কার্যক্রম পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও জনসংখ্যা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তের অনুরূপ হবে।

৬.৬.১ **নতুনভাবে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোন ট্রেড সংযোজন/আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া যাবে না। ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।**

৬.৬.২ আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হবে।

৭.০ বোর্ড সভার অনুমোদন :

প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি প্রদানের পর বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ আসন সংখ্যা :

প্রতি ট্রেডে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৪০ (চল্লিশ) জন।

৯.০ অ্যাফিলিয়েশন ফি :

পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা দিতে হবে।

১০.০ স্বীকৃতি নবায়ন:

স্বকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামাণ্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্তপূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্তপূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ স্থান পরিবর্তন:

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি (নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সকল শর্তসমূহ) পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে। তবে পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং গ্রাম এলাকায় এ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না। এক উপজেলায় এ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অন্য উপজেলায় স্থানান্তর করা যাবে না। **উল্লেখ্য, কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যাবে না।**

১১.১ নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সরকারের ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও দূরত্ব ও জনসংখ্যার শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১২.০ নাম পরিবর্তন:

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সঙ্গত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে তবে প্রতিষ্ঠান কোড অপরিবর্তিত থাকবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড উপযুক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করলে শর্তপূরণ (পরিবর্তীত নামে সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল, জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় ২ (দুই) টি পত্রিকায় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।) হলে তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

১৩.০ পাঠ্যক্রম:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ক্লাসরুটিন:

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাসরুটিন প্রণয়ন করে যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ ব্যবহারিক ক্লাস:

শিক্ষার্থীকে দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন:

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ ব্যবহারিক ক্লাসের দ্রব্যাদি:

ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.০ ল্যাব:

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাব সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে।

১৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠান:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হবে।

২১.০ সহপাঠ্য কার্যক্রম:

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বৃক্ষরোপণ, রোভারিং/গার্লস ইন রোভার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, স্কীল্স কাম্পিটিশন, জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২২.০ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.০ শিক্ষার্থীদের পোষাক পরিচ্ছদ:

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা, ঐক্য ও শালীনতা এ তিনটি বিশেষ গুণের সমন্বয় সাধন এবং বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দু'ধরনের পোশাক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

২৪.০ সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা:

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলিও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার:

২৫.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলি পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমিত/ স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬(এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৫.২ পাঠদানে অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান শিক্ষার্থী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নিম্নোক্তকরণেও বোর্ড প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে।

(ক) সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে,

(খ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঠিকানা পরিবর্তন করলে।

২৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২৭.০ ব্যাখ্যা:

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.১ সংরক্ষণ:

কোন কারণ ব্যতিরেকে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শাখা সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.২ আপিল:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আপিল কমিটির নিকট আপিল করতে পারবেন। আপিল কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৯.০ অঙ্গীকারনামা প্রদান:

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ৩ (তিন) শত টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(ক)।

(খ) পাঠদানের আবেদনের সাথে উদ্যোক্তাগণকে ৩ (তিন) শত টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতিমালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(খ)।

৩০. অ্যাফিলিয়েশন কমিটি:

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদান: পরিশিষ্ট-৪।

(খ) ট্রেড সংযোজন: পরিশিষ্ট-৫।

৩১. হেফাজতকরণ:

এই নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বের জারীকৃত সকল নীতিমালা ও আদেশ রহিত হবে।

৩২. ট্রেড পরিচিতি: পরিশিষ্ট-৮।

পরিশিষ্ট-১

ভৌত অবকাঠামো : (স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ২টি ট্রেডের জন্য)

বিবরণ	সংখ্যা	আয়তন
শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	২ টি	৮০০ বঃ ফুঃ
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	২ টি	১২০০ বঃ ফুঃ
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	১ টি	৪০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (পদার্থ)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (রসায়ন)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
সুপারিনটেনডেন্ট এর কক্ষ	১ টি	১৮০ বঃ ফুঃ
ট্রেড ইন্সট্রাকটর/শিক্ষকদের কক্ষ	১ টি	২৪০ বঃ ফুঃ
লাইব্রেরি	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
অফিস কক্ষ	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
কমনরুম মেয়ে	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট	২ টি	১০০ বঃ ফুঃ
ন্যূনতম মোট আয়তন		৪,২২০ বঃ ফুঃ

(সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ২টি ট্রেডের জন্য)

বিবরণ	সংখ্যা	আয়তন
শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	২ টি	৮০০ বঃ ফুঃ
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	২ টি	১২০০ বঃ ফুঃ
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	১ টি	৪০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (পদার্থ)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (রসায়ন)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
ট্রেড ইন্সট্রাকটর/শিক্ষকদের কক্ষ	১ টি	২৪০ বঃ ফুঃ
ন্যূনতম মোট আয়তন		৩,০৪০ বঃ ফুঃ

অতিরিক্ত প্রতি ট্রেডের জন্য ১টি শ্রেণি কক্ষ ও ১টি ওয়ার্কশপ/ল্যাব-এর আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে। ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরির দেয়াল ও মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনার জন্য কম্পিউটার ট্রেড অনুমোদন না থাকলেও ২০টি সচল কম্পিউটারসহ অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউপিএস ও প্রিন্টার থাকতে হবে। কম্পিউটার ট্রেডসহ পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড অনুমোদন থাকলে দুইটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-২

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ

অফিস কক্ষ (অধ্যক্ষ):

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	ফুল সেক্রেটারিয়াল টেবিল	০১ টি	
২.	কুশন চেয়ার (আর্মড)	০৫ টি	
৩.	সোফা	০১ সেট	
৪.	ফাইল কেবিনেট	০১ টি	
৫.	স্টীল আলমীরা	০১ টি	
৬.	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ)	০১ টি	

টিচার্স কমন রুম :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	লম্বা টেবিল	০১ টি	
২.	আর্মড কুশন চেয়ার	১০ টি	
৩.	ফাইল কেবিনেট	০২ টি	

অফিস কক্ষ/একাডেমিক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : (প্রতিটির জন্য)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	স্টীল আলমীরা	০১ টি	
২.	ফাইল কেবিনেট	০২ টি	
৩.	চেয়ার	০৫ টি	

ছাত্রীদের কমনরুম/ছাত্রদের কমনরুম: (প্রতিটির জন্য)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	বেঞ্চ	৪টি	
২.	প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামাদি		

স্টোর রুম :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	র‍্যাক	১ টি	
২.	প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাবপত্র		

ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মডেল শিক্ষা উপকরণ হিসেবে থাকতে হবে।

লাইব্রেরি :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	প্রতি দুইটি ট্রেডের প্রতি গ্রুপের জন্য বইয়ের র‍্যাক	১ টি	
২.	প্রতি ট্রেডের প্রতি গ্রুপের জন্য (চেয়ার+টেবিল)	৫+১ টি	

শ্রেণিকক্ষ :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	ট্যাবলয়েড চেয়ার প্রতি ট্রেডের প্রতি গ্রুপ	৪০ টি	
২.	লেকচার টেবিল (প্রতি রুম)	১ টি	
৩.	ডায়াস (প্রতি রুম)	১ টি	

ল্যাব ও শপ :

প্রতি শপে/ল্যাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার ও টেবিল।

পরিশিষ্ট-৩ (ক)

জমি প্রদানের অঙ্গীকারনামা

জমির মালিকের ছবি

জমির মালিকের নামে ক্রয়কৃত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মূল আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১। আমি/আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, মূল আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত দলিলে আমার/ আমাদের নামে নামজারিকৃত ও ভোগদখলে থাকা নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমি {অবকাঠামোসহ (যদি থাকে)} প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরসহ নামজারি করে দেয়া হবে।

জমির তফসিল :

ক) জমির চৌহদ্দি:

উত্তরে-

দক্ষিণে-

পূর্বে-

পশ্চিমে-

খ) জমির পরিমাণ :

গ) দাগ নম্বর :

ঘ) খতিয়ান নম্বর :

ঙ) মৌজার নাম :

চ) জে এল নং

জমির মালিকের স্বাক্ষর

(নাম) :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

পেশা :

পূর্ণ ঠিকানা :

মোবাইল নং :

ই-মেইল :

২। এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলি সত্য।

৩। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিতে আরোপিত যাবতীয় শর্তাবলি পূরণ করা হবে। আরোপিত শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আমার/ আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলি অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা ও এস, আর, ও নং ৫২-আইন/৯৬ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

৪। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস

যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। কারিগরি শাখাকে প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ অংশের সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ সার্বিক দায় দায়িত্ব বহন করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি বহন করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতির স্বাক্ষর	**অধ্যক্ষ /পরিচালক-এর স্বাক্ষর**
(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)	(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)
মোবাইল নং	মোবাইল নং
ই-মেইল	ই-মেইল

পরিশিষ্ট-৩(খ)

অঙ্গীকারনামা

(সভাপতির নামে ক্রয়কৃত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্টাম্পে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে)

১। এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হবে।

২। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলি পূরণ করা হবে এবং পরিবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানবলি পালন করা হবে। কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

৩। যে জমির উপর প্রতিষ্ঠান অবস্থিত, প্রতিষ্ঠানের নামে সেই জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও নামজারি এবং উক্ত জমির উপরে নির্মিত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো সংক্রান্ত দলিলাদিসহ অন্যান্য যে সমস্ত তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র ইতিমধ্যে বোর্ডে জমা দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে পরবর্তীতে সেগুলো ভুয়া প্রমাণিত হলে এবং যে কোন প্রকার অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও প্রতারণার আশ্রয় নিলে এবং পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত যেকোন শর্ত/শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এ,আর, ও নং-৫২-আইন/৯৬-এর প্রবিধান ২০১৩ অনুসারে পাঠদান/প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের যেকোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।

সভাপতির স্বাক্ষর	**অধ্যক্ষ /পরিচালক-এর স্বাক্ষর**
(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)	(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)
মোবাইল নং	মোবাইল নং
ই-মেইল	ই-মেইল

পরিশিষ্ট-৪

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি : (স্থাপন/পাঠদান)

১.	চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৪.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা	সদস্য
৬.	পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৭.	কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ভোকেশনাল), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

পরিশিষ্ট-৫

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি : (ট্রেড সংযোজন)

১.	চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৪.	পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা	সদস্য
৬.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৭.	উপ পরিদর্শক (ভোকেশনাল), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

পরিশিষ্ট-৬

বিভিন্ন ফরম : (স্থাপন, পাঠদান, ট্রেড সংযোজন)

পরিশিষ্ট-৭

লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা :

প্রতি ট্রেডের জন্য সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচশত) কপি।

বইয়ের ধরন :

১.	টেকনোলজি ভিত্তিক রেফারেন্স বই	৫০%
২.	বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই	২০%
৩.	সাহিত্য বিষয়ক বই	১০%
৪.	ইতিহাস বিষয়ক বই	১০%
৫.	গবেষণা বিষয়ক বই	৫%
৬.	আত্মজীবনী	৫%

পরিশিষ্ট-৮

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ট্রেডসমূহ

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম
১.	এগ্রোবেসড্ ফুড
২.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স
৩.	অটোমোটিভ
৪.	বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স
৫.	উড ওয়ার্কিং
৬.	সিরামিক
৭.	সিভিল কন্সট্রাকশন
৮.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
৯.	সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
১০.	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
১১.	ড্রেস মেকিং
১২.	ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং
১৩.	ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস
১৪.	ফার্ম মেশিনারি
১৫.	ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং
১৬.	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন
১৭.	জেনারেল মেকানিক্স
১৮.	লাইভস্টক রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
১৯.	মেশিন টুলস অপারেশন
২০.	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
২১.	পেশেন্ট কেয়ার
২২.	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
২৩.	প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং
২৪.	রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
২৫.	গ্লাস
২৬.	ফ্লাওয়ার, ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন
২৭.	উইভিং
২৮.	ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন
২৯.	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
৩০.	নিটিং
৩১.	শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং

এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম
বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত

নীতিমালা

কোর্স পরিচিতি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দক্ষ অফিসকর্মীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে, বাংলাদেশে অপেশাগত (নন-প্রফেসনাল) নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ অফিসকর্মীর চাকরির চাহিদা শতকরা ৩৯.২ ভাগ। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত অন্য একটি জরিপে দেখা গেছে এ ধরনের অফিসকর্মী বিদেশে নিয়োগ প্রাপ্তির চাহিদাও যথেষ্ট। দেশে স্নাতক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও একদিকে দক্ষ অফিসকর্মীর অভাব প্রকট, অপরদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া প্রচলিত বাণিজ্য ও অনুরূপ শিক্ষা কার্যক্রম দক্ষ অফিসকর্মী সৃষ্টিতে সহায়ক নয়। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ ৫/অনুমতি-২৯/৯৪/৫৫৩-শিক্ষা, তারিখ ০১-০১-১৯৯৫ এর আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ অফিসকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম প্রর্বতন করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে ৫(পাঁচ)টি ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন-১। কম্পিউটার অপারেশন, ২। সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স, ৩। হিসাববিজ্ঞান, ৪। ব্যাংকিং এবং ৫। উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ৬। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য

- ▶ দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের লক্ষ্যে দক্ষ অফিসকর্মী সৃষ্টি করা।
- ▶ উচ্চতর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রেখে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ▶ সামাজির মর্যাদা ও সমতা অর্জনের পথ সুগম করা।

এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) সনদ প্রাপ্তগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, ব্যক্তিগত সহকারী, রিসেপশনিস্ট, টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স অপারেটর, হিসাব সহকারী ইত্যাদি পদে নিয়োগযোগ্য হবে এবং পরবর্তীতে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাবে। তাছাড়া যদি কেহ স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চায় বা ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে চায় তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) সনদ প্রাপ্তগণ স্নাতক (কলা), স্নাতক (বাণিজ্য) এবং স্নাতক (ব্যবসায় প্রশাসন ও স্নাতক (সম্মান) সহ সমপর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতির জন্য অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/ প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা।

১.০ প্রস্তাবনা :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, 1967 (E. P. Act No. 1 of 1967) এর Section 40(2) এর clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে

এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি ও অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নাম পরিবর্তন, স্থানান্তর, নবায়ন ও বাতিল/ প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২.০ **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হবে।

৩.০ **সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না হলে এ নীতিমালায় :

৩.১ "কারিগরি শিক্ষা" অর্থ Technical Education Act. (E P.Act. No.1 of 1967) এর Section 2 এর Clause (d) তে উল্লিখিত Technical Education;

৩.২ "বোর্ড" অর্থ Technical Education Act. (E P.Act. No.1 of 1967) এর Section 3 ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical Education Board;

৩.৩ "প্রতিষ্ঠান" অর্থ বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

৩.৪ " বাছাই কমিটি" অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, যে কমিটি আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবেন;

৩.৫ "ফি" অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ বুঝাবে;

৩.৬ "পরিদর্শন টীম" অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত দল;

৩.৭ "অ্যাফিলিয়েশন কমিটি" অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে;

৩.৮ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি" অর্থ এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদানের সকল শর্ত পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান;

৩.৯ "পাঠদানের অনুমতি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত এইচ.এস.সি. (ব্যববসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান;

৩.১০ "স্বীকৃতি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক এইচ. এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

৩.১১ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা;

৩.১২ "পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঠদানে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা;

৩.১৩ "স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৪ "স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান" অর্থ উদ্যোক্তা/ সংস্থা/ ফাউন্ডেশন-এর অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

৩.১৫ "শিক্ষার্থী" অর্থ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রী, বালক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বুঝাবে:

৪.০ এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা :

৪.১ **প্রতিষ্ঠানের ধরন :**

(ক) **স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান :** কেবল এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

(খ) **সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান :** দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত আলিম বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মাদ্রাসা (যেখানে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপসহ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি আছে)-এ এইচ. এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত কলেজ অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম এবং ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

৪.২ **প্রতিষ্ঠানের নামকরণ :**

দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত আলিম বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মাদ্রাসায় এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম সংযোজন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত নাম বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে নামকরণের জন্য অন্য কোন শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নামের শেষে 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউ' থাকতে হবে/বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নাম থাকতে হবে।

৪.২.১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের সাথে অবশ্যই ব্রাকেটবিহীন 'বেসরকারি' শব্দটি লিখতে হবে।

৪.২.২ একই জেলায় একই নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না।

৪.২.৩ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.২.৪ নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

৪.২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একইসাথে ইংরেজি নাম অনুমোদন করতে হবে।

৪.৩ ব্যক্তির নামে নামকরণ :

ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না।

৪.৪ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান হতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব :

মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণভাবে ১ (এক) কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩ (তিন) কিলোমিটার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৪.৫ প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা :

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার হতে হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির পরিমাণ :

(ক) প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ২০ (বিশ) শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমি সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির উপর পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক, আনুষঙ্গিক ও স্পেশালাইজেশনের জন্য প্রযোজ্য আয়তনের ভবন (পাকা/সেমিপাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

৪.৭ ভৌত অবকাঠামো :

৪.৭.১ দুটি স্পেশালাইজেশনের জন্য :

শ্রেণিকক্ষ	২ টি	ন্যূনতম পক্ষে ৪০ বর্গমিটারের
শ্রেণিকক্ষ	২ টি	ন্যূনতম পক্ষে ২০ বর্গমিটারের
কম্পিউটার ল্যাব	১ টি	ন্যূনতম পক্ষে ২০ বর্গমিটারের
অধ্যক্ষের কক্ষ	১ টি	
শিক্ষকবৃন্দের কক্ষ	১ টি	
অফিস কক্ষ	১ টি	
লাইব্রেরি	১ টি	

ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট থাকতে হবে।

৪.৭.২ অতিরিক্ত স্পেশালাইজেশনের জন্য আনুপাতিক হারে শ্রেণিকক্ষ ও ওয়ার্কশপ/ল্যাব এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরির দেয়াল ও মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে।

৪.৭.৩ প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার স্পেশালাইজেশনসহ তিন বা ততোধিক স্পেশালাইজেশন অনুমোদন থাকলে দুটি কম্পিউটার ল্যাব থাকতে হবে।

৪.৭.৪ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূরণীয় শর্ত :

শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়) ২টি ৮০০ বর্গফুট ও ওয়ার্কশপ/ল্যাব ২টি ১,২০০ বর্গফুট। (২টি ট্রেডের জন্য) এবং কম্পিউটার ল্যাব ১টি ৪০০ বর্গফুট থাকতে হবে।

৪.৭.৫ লাইব্রেরি :

প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে কোর্স সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিষয় ভিত্তিক বিদ্যমান আসনের ন্যূনতম ৩০% ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঠ্যপুস্তক থাকতে হবে। এছাড়াও পাঠসহায়ক অন্যান্য বই ও সুবিধাদি থাকতে হবে।

৪.৮ যন্ত্রপাতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত স্পেশালাইজেশন-ভিত্তিক যন্ত্রপাতির তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের সাথে যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৯ বিদ্যুৎ সুবিধা :

প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র ও প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল দাখিল করতে হবে।

৪.১০ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ : পরিশিষ্ট-১।

৪.১১ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯ (এস আর ও নং ২৬৭-আইন/২০০৯) অনুযায়ী স্বীকৃতি/অনুমতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১২ শিক্ষক-কর্মচারী :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক/ কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এসআরও ন-৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশাবলি প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

৪.১৩ এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থায় বোর্ড কর্তৃক স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৪.১৪ **লাইব্রেরি : পরিশিষ্ট-২**

৪.১৫ **প্রতিষ্ঠানের তহবিল :**

৪.১৫.১ সাধারণ তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৫.২ সংরক্ষিত তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ৪.৩ ধারায় উল্লিখিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে মোট ১৩ (তের) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগে করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনপত্রের সাথে টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফডিআর) হিসেবে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৫.০ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি :**

৫ .১ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন পদ্ধতি :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইট হতে আবেদনপত্র ও নীতিমালা ডাউনলোড করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.১.১ অনুমতির জন্য শর্তসমূহ:

৫.১.১.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের একটি পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে;

৫.১.১.২ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর অবশ্যই পাঠদানের আবেদনের পূর্বে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি করতে হবে।

৫.১.১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে।

৫.১.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ **অনুমতি প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই :**

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিক ভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

৫.২.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নে সুষম বন্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.২.২ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

৫.২.৩ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.৩ **অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:**

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৫.৪ **পরিদর্শন ফি প্রদান :**

বাছাই কমিটি এবং অ্যাফিলিয়েশন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরিদর্শন ফি প্রদানের জন্য অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ **পরিদর্শন টিম নির্বাচন এবং পরিদর্শনে প্রেরণ :**

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরিদর্শন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টিম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ **এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন :**

৬.১ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ অনুর্ধ্ব ০২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। জমি প্রতিষ্ঠানের নামে না থাকলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পূর্বে 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হবে' মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি

রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারী, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা অনুমতি প্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৬.১.১ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬.২ পাঠদানের অনুমতি প্রদান :

স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাঠদানের অনুমতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য এইচ. এস. সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবে।

৬.৩ পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি :

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার :

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ স্বীকৃতি :

চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নূন্যতম একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী যাচাই করে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ শাখা/স্পেশালাইজেশন সংযোজনের জন্য আবেদন :

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে শাখা/স্পেশালাইজেশন সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। পরবর্তী কার্যক্রম পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের দুরত্ব ও জনসংখ্যা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তের অনুরূপ হবে।

৬.৬.১ নতুনভাবে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোন শাখা/স্পেশালাইজেশন সংযোজন/আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া যাবে না। ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

৬.৭ **আসন সংখ্যা বৃদ্ধি :** আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনকৃত স্পেশালাইজেশনের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হবে।

৭.০ বোর্ড সভার অনুমোদন :

কোন প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি প্রদানের পর বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমেদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ আসন সংখ্যা :

প্রতি টেকনোলজিতে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৪০ (চল্লিশ) জন।

৯.০ অ্যাফিলিয়েশন ফি :

পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা দিতে হবে।

১০.০ স্বীকৃতি নবায়ন :

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামাণ্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্তপূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্তপূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ স্থান পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী (নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সকল শর্তসমূহ) পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে। তবে পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং গ্রাম এলাকায় অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না। এক জেলায় অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অন্য জেলায় স্থানান্তর করা যাবে না। উল্লেখ্য, কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যাবে না।

১১.১ নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা সরকারের ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও দূরত্ব ও জনসংখ্যার শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১২.০ নাম পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সঙ্গত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। (পরিবর্তিত নামে সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল, জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় ২ (দুই) টি পত্রিকায় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে)।

১৩.০ পাঠ্যক্রম :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ক্লাসরুটিন :

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাসরুটিন প্রণয়ন করে যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ ব্যবহারিক ক্লাস :

শিক্ষার্থীকে দক্ষ অফিস কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন :

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ ব্যবহারিক ক্লাসের দ্রব্যাদি :

ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.০ ল্যাব :

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাব সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে।

১৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠান :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হবে।

২১.০ সহপাঠ্য কার্যক্রম :

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বৃক্ষরোপন, রোভারিং/গার্লস ইন রোভার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, স্কিলস কম্পিটিশন, জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২২.০ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.০ ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক পরিচ্ছদ :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা, ঐক্য ও শালীনতা এ তিনটি বিশেষ গুণের সমন্বয় সাধন এবং বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দু'ধরনের পোশাক ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

২৪.০ সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলিও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃত বাতিল/প্রত্যাহার :

২৫.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলি পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২- আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৫.২ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নিম্নোক্ত কারণেও বোর্ড প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে;

(ক) সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে,

(খ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঠিকানা পরিবর্তন করলে ।

২৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে :

২৭.০ ব্যাখ্যা :

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.১ সংরক্ষণ :

কোন কারণ ব্যতিরেকে এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শাখা সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.২ আপীল :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আপীল কমিটির নিকট আপীল করতে পারবেন। আপিল কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৯.০ অঙ্গীকারনামা প্রদান :

ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধানাবলী পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩ (ক)

খ) পাঠদানের আবেদনের সাথে উদ্যোক্তগণকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতিমালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(খ)

৩০.০ অ্যাফিলিয়েশন কমিটি :

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদান পরিশিষ্ট-৪।

(খ) শাখা/স্পেশালাইজেশন সংযোজন এবং আসন বৃদ্ধি : পরিশিষ্ট-৫।

৩১.০ **হেফাজতকরণ :** এই নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বের জারীকৃত সকল নীতিমালা ও আদেশ রহিত হবে।

পরিশিষ্ট-১

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ

অফিস কক্ষ (অধ্যক্ষ) :

(১)	ফুল সেক্রেটারিয়াল টেবিল-	০১ টি
(২)	কুশন চেয়ার (আর্মড)-	০৫ টি
(৩)	সোফা-	০১ সেট
(৪)	ফাইল কেবিনেট-	০১টি
(৫)	ষ্টীল আলমীরা-	০১টি
(৬)	কম্পিউটার-	০১ টি (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ)

টিচার্স কমনরুম :

(১)	লম্বা টেবিল -	০১ টি
(২)	আর্মড কুশন চেয়ার-	১০ টি
(৩)	ফাইল কেবিনেট-	০২ টি

অফিস কক্ষ/একাডেমিক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : (প্রতিটির জন্য)

(১)	ষ্টীল আলমীরা-	০১ টি
(২)	ফাইল কেবিনেট-	০২ টি
(৩)	চেয়ার-	০৫টি

ছাত্রদের কমনরুম/ছাত্রীদের কমনরুম : (প্রতিটির জন্য)

(১)	বেঞ্চ-	০৪ টি
(২)	প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামাদি	

স্পেশালাইজেশন ভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মডেল শিক্ষা উপকরণ হিসেবে থাকতে হবে।

লাইব্রেরি :

(১) প্রতি দুইটি স্পেশালাইজেশন প্রতি গ্রুপের জন্য বইয়ের র‌্যাক-১টি

(২) প্রতি স্পেশালাইজেশন প্রতি গ্রুপের জন্য ৫ (পাঁচ) টি চেয়ার এবং একটি টেবিল

শ্রেণি কক্ষ :

(১) ট্যাবলয়েড চেয়ার ৪০টি প্রতি স্পেশালাইজেশন প্রতি গ্রুপ

(২) লেকচার টেবিল-১টি (প্রতি রুম)

(৩) ডায়াস-১টি (প্রতি রুম)

ল্যাব ও শপ:

প্রতি শপে/ল্যাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার ও টেবিল।

পরিশিষ্ট-২

লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা : প্রতি স্পেশালাইজেশন জন্য সর্বনিম্ন ১০০ (একশত) কপি।

বইয়ের ধরন :
১. স্পেশালাইজেশন ভিত্তিক রেফারেন্স বই ৫০%
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ২০%
৩. সাহিত্য বিষয়ক বই ১০%
৪. ইতিহাস বিষয়ক বই ১০%
৫. গবেষণা বিষয়ক বই ৫%
৬. আত্মজীবনী ৫%।

পরিশিষ্ট-৩ (ক)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এইচ. এস. সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত অনুমতি প্রাপ্তির আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী সত্য। প্রদত্ত নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। আবেদনের সাথে সংযোজিত ছকে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনাও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিতে আরোপিত শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আমার/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলি অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব**
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	(উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি) (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৩ (খ)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হবে। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। সাধারণ বিষয়সমূহের ক্লাস উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা গ্রহণ করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটোরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে বেতন-ভাতাদি বহন করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব**
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	(উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি) (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৪

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (স্থাপন/পাঠদান)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিদর্শক	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৭.	কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-৫

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (শাখা সংযোজন)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিদর্শক	সদস্য
৭.	সংশ্লিষ্ট উপ পরিদর্শক	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত

নীতিমালা

কোর্স পরিচিতি

এ কোর্সের নাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং। এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৪ (চার) বছর অর্থাৎ ৮ (আট) সেমিস্টার ১ (এক) থেকে ৭ (সাত) সেমিস্টার পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউট/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী শিল্প কারখানায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ হতে পর্বমধ্য পরীক্ষাসহ ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩০-৪০ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের মোট ১৬ কার্যসপ্তাহের ১২ কার্যসপ্তাহ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ও ৪ কার্যসপ্তাহ ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য :

- আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মধ্যম স্তরের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ;
- টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসমূহে পাঠদানের জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা ;
- দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- এমন এক শ্রেণির কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা, যারা স্নাতক প্রকৌশলীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাস্তবায়নের কাজে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে ;
- উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত দক্ষ কর্মকুশলীদের কাজের তত্ত্বাবধান করবে ;

ডিপ্লোম-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতির জন্য অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা :

১. **প্রস্তাবনা :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস.আর.ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, ১৯৬৭ (E. P. Act No. 1 of 1967) এর Section 40(2) এর Clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে ডিপ্লোম-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি ও অ্যাফিলিয়েশন, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নাম পরিবর্তন, স্থানান্তর, নবায়ন বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ও স্বীকৃতির নীতিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হবে।

৩. **সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না হলে এ নীতিমালায় :

৩.১ 'কারিগরি শিক্ষা' অর্থ Technical Education Act, এ 1967 (E. P. Act No. 1 of 1967) এর Section 2 এর Clause (d) তে উল্লিখিত Technical education.

৩.২ 'বোর্ড' অর্থ Technical Education Act, ১৯৬৭ (E. P. Act No. 1 of 1967) এর Section 3 ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical Education Board ;

৩.৩ 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

৩.৪ 'বাছাই কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, যে কমিটি আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে;

৩.৫ 'ফি' অর্থ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ বুঝাবে।

৩.৬ "পরিদর্শন টিম" অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত দল ;

৩.৭ "অ্যাফিলিয়েশন কমিটি" অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, শাখা সংযোজন, আসন বৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে ;

৩.৮ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদানের সকল শর্ত পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান ;

৩.৯ "পাঠদানের অনুমতি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান ;

৩.১০ স্বীকৃতি অর্থ বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান ;

৩.১১ "প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১২ 'পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঠদানে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৩ "স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার" অর্থ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৪. ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা :

৪.১ **প্রতিষ্ঠানের ধরন :**

ক) স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান: কেবল ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

খ) সংযুক্ত : ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রমে ;

৪.২ **প্রতিষ্ঠানের নামকরণ :**

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ বিশেষায়িত নামের শেষে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট/সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট/ বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নাম থাকতে হবে।

৪.২.১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের সাথে অবশ্যই ব্রাকেটবিহীন 'বেসরকারি' শব্দটি লিখতে হবে।

৪.২.২ একই জেলায় একই নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না।

৪.২.৩ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.২.৪ নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

৪.২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একইসাথে ইংরেজি নাম অনুমোদন করতে হবে।

৪.৩ **ব্যক্তির নামে নামকরণ :**

ব্যক্তির নামের প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না।

৪.৪ **আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান হতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব :**

মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং/ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণভাবে ১ (এক) কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩ (তিন) কিলোমিটার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৪.৫ **প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা :**

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ১ (এক) লক্ষ হতে হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৪.৬ **প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির পরিমাণ :**

(ক) প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ১০ (দশ) শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ১৫ (পনেরো) শতাংশ জমি সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির উপর পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক, আনুষাঙ্গিক ও টেকনোলজির জন্য প্রযোজ্য আয়তনের ভবন (পাকা/সেমিপাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

৪.৭ **ভৌত অবকাঠামো : পরিশিষ্ট-১।**

৪.৮ **যন্ত্রপাতি :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত টেকনোলজিভিত্তিক যন্ত্রপাতি তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। পাঠদানের অনুমতি/ স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের সাথে যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৯ **বিদ্যুৎ সুবিধা :**

প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র ও প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল দাখিল করতে হবে।

৪.১০ **আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ : পরিশিষ্ট-২।**

৪.১১ **ব্যবস্থাপনা কমিটি :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯ (এস আর ও নং ২৬৭-আইন/২০০৯) অনুযায়ী স্বীকৃতি/অনুমতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১২ **শিক্ষক-কর্মচারী :**

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে

হবে। শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এসআরও নং-৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশাবলী প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

৪.১৩ এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থায় বোর্ড কর্তৃক স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৪.১৪ লাইব্রেরি : পরিশিষ্ট-৭

৪.১৫ প্রতিষ্ঠানের তহবিল :

৪.১৫.১ সাধারণ তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৫.২ সংরক্ষিত তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ৪.৩ ধারায় উল্লিখিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে মোট ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনপত্রের সাথে টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফডিআর) হিসেবে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৫.০ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি :

৫.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন পদ্ধতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইট হতে আবেদনপত্র ও নীতিমালা ডাউন লোড করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে ব্যাংক রসিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৫.১.১ অনুমতির জন্য শর্তসমূহ :

৫.১.১.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের একটি পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে;

৫.১.১.২ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্তির পর অবশ্যই পাঠদানের আবেদনের পূর্বে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি করতে হবে।

৫.১.১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে।

৫.১.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে।

৫.১.১.৫ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ অনুমতিপ্রাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই :

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে :

৫.২.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়নে সুষম বণ্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.২.২ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

৫.২.৩ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.৩ অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৫.৪ পরিদর্শন ফি প্রদান :

বাছাই কমিটি এবং অ্যাফিলিয়েশন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠনকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরিদর্শন ফি প্রদানের জন্য অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ পরিদর্শন টিম নির্বাচন এবং পরিদর্শনে প্রেরণ :

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরিদর্শন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টিম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ **ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন :**

৬.১ **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। জমি প্রতিষ্ঠানের নামে না থাকলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সাথে **'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হবে' মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।** প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা অনুমতিপ্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৬.১.১ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬.২ **পাঠদানের অনুমতি প্রদান :**

স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাঠদানের অনুমতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শন টিম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপরিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবে।

৬.৩ **পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি :**

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ **পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার :**

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ **স্বীকৃতি :**

চূড়ান্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী যাচাই করে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ **শাখা/টেকনোলজি সংযোজনের জন্য আবেদন :**

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে শাখা/টেকনোলজি সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। পরবর্তী কার্যক্রম পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধাতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের দুরত্ব ও জনসংখ্যা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তের অনুরূপ হবে।

৬.৬.১ কোন অবস্থাতেই ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোন শাখা/ টেকনোলজি সংযোজন/আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া যাবে না। ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য নির্দিস্ট সময় দিয়ে পত্র পেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

৬.৭ **আসন সংখ্যা বৃদ্ধি :** আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনকৃত টেকনোলজির বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হবে।

৭.০ **বোর্ড সভার অনুমোদন :**

পাঠদানের অনুমতি প্রদানের পর বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ **আসন সংখ্যা :**

প্রতি টেকনোলীজতে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৫০ (পঞ্চাশ) জন।

৯.০ **অ্যাফিলিয়েশন ফি :**

পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা দিতে হবে।

১০.০ **স্বীকৃতি নবায়ন :**

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামাণ্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্তপূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্তপূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ **স্থান পরিবর্তন :**

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি (নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সকল শর্তসমূহ) পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে। তবে পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং গ্রাম এলাকায় এ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/শিল্প এলাকা/মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না। এক জেলায় এ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অন্য জেলায় স্থানান্তর করা যাবে না। **উল্লেখ্য, কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যাবে না।**

১১.১ নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা সরকারের ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দূরত্ব ও জনসংখ্যার শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১২.০ **নাম পরিবর্তন :**

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সঙ্গত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। (পরিবর্তিত নামে সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল, জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় ২ (দুই)টি পত্রিকায় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।)

১৩.০ **পাঠ্যক্রম :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ **ক্লাস রুটিন:**

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাসরুটিন প্রণয়ন করে যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ **ব্যবহারিক ক্লাস :**

শিক্ষার্থীকে দক্ষ মধ্যম স্তরের প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন :**

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ **ব্যবহারিক ক্লাসের দ্রব্যাদি :**

ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.০ **ল্যাব :**

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাব সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে।

১৯.০ **পরীক্ষানুষ্ঠান :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ **শিক্ষা বর্ষপঞ্জি :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হবে।

২১.০ **সহপাঠ্য কার্যক্রম :**

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বৃক্ষরোপন, রোভারিং/গার্লস ইন রোভার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, স্কিল্স কম্পিটিশন, জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২২.০ **শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :**

অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.০ ছাত্রছাত্রীদের পোষাক পরিচ্ছদ :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা, ঐক্য ও শালীনতা এ তিনটি বিশেষ গুণের সমন্বয় সাধন এবং বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দু'ধরনের পোশাক ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

২৪.০ সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলীও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার :

২৫.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলি পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৫.২ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নিম্নোক্ত করণেও বোর্ড প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে;

(ক) সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে,

(খ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঠিকানা পরিবর্তন করলে।

২৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২৭.০ ব্যাখ্যা :

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.১ সংরক্ষণ :

কোন কারণ ব্যতিরেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শাখা সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.২ আপীল :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আপীল কমিটির নিকট আপীল করতে পারবেন। আপিল কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

২৯.০ অঙ্গীকারনামা প্রদান :

ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(ক)

খ) পাঠদানের আবেদনের সাথে উদ্যোক্তাগণকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতিমালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিও ভূক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩(খ)

৩০.০ অ্যাফিলিয়েশন কমিটি :

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদান: পরিশিষ্ট-৪।

(খ) শাখা/ টেকনোলজি সংযোজন এবং আসন বৃদ্ধি: পরিশিষ্ট-৫।

৩১.০ **হেফাজতকরণ :** এই নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বের জারীকৃত সকল নীতিমালা ও আদেশ রহিত হবে।

পরিশিষ্ট-১

ভৌত অবকাঠামো :

ক. কক্ষের বিবরণ

সাধারণ

• অধ্যক্ষ/পরিচালকের কক্ষ	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• অফিস কক্ষ	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• একাডেমিক কক্ষ	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• ছাত্রদের কমনরুম	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• ছাত্রীদের কমনরুম	১টি	:	১৫০ ব: ফুট
• স্টোর	১টি	:	২০০ ব: ফুট
• টিচার্স কমনরুম	১টি	:	২০০ ব: ফুট
• টয়লেট (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা)	২টি	:	১০০ ব: ফুট
• লাইব্রেরি	১টি	:	৪০০ ব: ফুট

শ্রেণি কক্ষ

প্রতি টেকনোলজি প্রতি গ্রুপ (প্রতিটি) ৪টি : ৪০০ বর্গফুট

শিক্ষকদের বসার কক্ষ

-	বিভাগীয় প্রধান	১টি	:	১০০ ব: ফুট
-	শিক্ষকমন্ডলী	১টি	:	১৫০ ব: ফুট

ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ

- **সাধারণ**

-	পদার্থ বিজ্ঞান (প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য)	১টি	:	২০০ ব: ফুট
-	রসায়ন বিজ্ঞান (প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য)	১টি	:	২০০ ব: ফুট

- **সিভিল/সিভিল(উড)/আর্কিটেকচার/কন্সট্রাকশন/আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন/মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে টেকনোলীজ**

-	উড ওয়ার্কশপ	১টি	:	৬০০ ব: ফুট
-	টেস্টিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	হাইড্রলিক ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	এনভায়রনমেন্টাল/পাম্বিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	সার্ভে শপ	১টি	:	৩০০ ,,
-	ড্রাফটিং ল্যাব	১টি	:	৩০০ ,,
-	আর্কিটেকচার ড্রাফটিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	মডেল ম্যাকিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,
-	বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ,,

- **মেকানিক্যাল টেকনোলজি**

-	মেশিন শপ	১টি	:	৬০০ ব: ফুট
-	টেস্টিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	ধাতু ও তাপ বিজ্ঞান ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	মেটাল শপ	১টি	:	৪০০ ”
-	ফাউন্ড্রি ওয়ার্কশপ	১টি	:	৪০০ ”
-	ওয়েল্ডিং শপ	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি**

-	ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং শপ	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
-	ইলেকট্রিক্যাল মেশিন শপ	১টি	:	৬০০ ”
-	ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট শপ	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড ডিজিটাল ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি/ টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি/ ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল টেকনোলজি

-	বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
-	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড কমপ্রেসর শপ	১টি	:	৪০০ ”
-	ইলেকট্রনিক্স মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট শপ	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **কম্পিউটার টেকনোলজি**

-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
-	মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড ডিজিটাল ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার সফট ওয়্যার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **পাওয়ার টেকনোলজি**

-	হিট ইঞ্জিন ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
-	থার্মোডাইনামিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	পাওয়ার শপ	১টি	:	৬০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং টেকনোলজি**

-	রেফ্রিজারেশন ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
-	এয়ারকন্ডিশনিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **কেমিক্যাল টেকনোলজি**

-	কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	১টি	:	৬০০ ব: ফুট
-	কেমিক্যাল/ইন্সট্রুমেনটেশন এনালাইসিস ল্যাব	১টি	:	২০০ ”
-	প্রসেস ইন্সট্রুমেনটেশন অ্যান্ড এনালাইসিস ল্যাব	১টি	:	২০০ ”
-	জেনারেল কেমিস্ট্রি ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”
-	কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ ”

- **ফুড টেকনোলজি**

- ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- ফুড মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব	১টি	:	২০০ "
- ফুড কোয়ালিটি কন্ট্রোল/এনালাইসিস	১টি	:	২০০ "
- ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	১টি	:	৪০০ "
- বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **ইলেকট্রো- মেডিক্যাল টেকনোলজি**

- বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- বেসিক ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এন্ড মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- ইলেকট্রমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **অটোমোবাইল টেকনোলজি**

- অটোমোবাইল সপ	১টি	:	৮০০ ব: ফুট
- পাওয়ার সপ	১টি	:	৬০০ "
- বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি**

- মেশিন সপ	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- মেটাল সপ	১টি	:	৪০০ "
- বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এন্ড মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি**

- হাইড্রলিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- এনভায়রনমেন্টাল ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং টেকনোলজি**

- প্যাটার্ণ মেকিং সপ	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- সুইয়িং সপ	১টি	:	৪০০ "
- ডাইয়িং ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- **কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/ডাটা টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি**

- টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়াকিং ল্যাব	১টি	:	৪০০ ব: ফুট
- কম্পিউটার সফটওয়ার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- কম্পিউটার হার্ডওয়ার ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "
- বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ল্যাব	১টি	:	৪০০ "

- ল্যাব ও শপে ব্যবহারিক ক্লাসের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।
- এই তালিকায় নাই এরূপ টেকনোলজির জন্য বোর্ড কর্তৃক নিরূপিত ভৌত কাঠামো প্রযোজ্য হবে।

পরিশিষ্ট-২

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ

অফিস কক্ষ (অধ্যক্ষ):

(০১)	ফুল সেক্রেটারিয়াল টেবিল-	০১ টি
(০২)	কুশন চেয়ার (আর্মড)-	০৫ টি
(০৩)	সোফা-	০১ সেট
(০৪)	ফাইল কেবিনেট-	০১ টি
(০৫)	স্টীল আলমীরা-	০১ টি
(০৬)	কম্পিউটার-	০১ টি (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ)

টিচার্স কমনরুম:

(০১)	লম্বা টেবিল-	০১ টি
(০২)	আর্মড কুশন চেয়ার-	১০ টি
(০৩)	ফাইল কেবিনেট-	০২ টি

অফিস কক্ষ/একাডেমিক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কক্ষ : (প্রতিটির জন্য)

০১)	স্টীল আলমীরা -	০১ টি
০২)	ফাইল কেবিনেট -	০২ টি
০৩)	চেয়ার -	০৫ টি

ছাত্রদের কমনরুম/ছাত্রীদের কমনরুম: (প্রতিটির জন্য)

১) বেঞ্চ : ৪ (চার) টি

২) প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামাদি

স্টোর রুম

১) র‌্যাক ১ টি

২) প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাবপত্র

টেকনোলজি ভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মডেল শিক্ষা উপকরণ হিসেবে থাকতে হবে।

লাইব্রেরি :

১) প্রতি দুইটি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপের জন্য বইয়ের র‌্যাক-১ টি

২) প্রতি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপের জন্য ৫ (পাঁচ) টি চেয়ার এবং একটি টেবিল

শ্রেণি কক্ষ :

১) ট্যাবলয়েড চেয়ার ১০০ টি প্রতি টেকনোলজির প্রতি গ্রুপ

২) লেকচার টেবিল ১টি (প্রতি রুম)

৩) ডায়াস -১টি (প্রতি রুম)

ল্যাব ও শপ

প্রতি শপে/ল্যাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার ও টেবিল।

পরিশিষ্ট ৩(ক)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত অনুমতি প্রাপ্তির আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী সত্য। প্রদত্ত নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। আবেদনের সাথে সংযোজিত ছকে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনাও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিতে আরোপিত শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আমার/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব**
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	(উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট ৩(খ)

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হবে। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। সাধারণ বিষয়সমূহের ক্লাস উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা গ্রহণ করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়াজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে বেতন-ভাতাদি বহণ করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করা হবে। এবং পরবর্তিতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি	**অধ্যক্ষ/পরিচালক/সদস্য-সচিব**
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)	(উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি (সিলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৪

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (স্থাপন/পাঠদান)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সদস্য
৪.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৭.	কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ডিপ্লোমা)	সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-৫

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি (শাখা সংযোজন)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিচালক (কারিকুলাম)	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৭.	উপ পরিদর্শক (ডিপ্লোমা)	সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-৬ : বিভিন্ন ফরম

পরিশিষ্ট-৭

লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা: প্রতি টেকনোলজির জন্য সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচ শত) কপি।

বইয়ের ধরণ:

১. টেকনোলজি ভিত্তিক রেফারেন্স বই ৫০ %

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ২০%

৩. সাহিত্য বিষয়ক বই ১০%

৪. ইতিহাস বিষয়ক বই ১০%

৫. গবেষণা বিষয়ক বই ৫%

৬. আত্মজীবনী ৫%

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৭-২৬৯—চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালী থানার মামলা নং-৭৫, তারিখ- ২৮-১১-২০১৬খ্রিঃ (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯/১০/১২/১৩/১৪) এ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশের সক্রিয় সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র তথা লিফলেট প্রচার ও সহায়তা করার অপরাধ। এজাহার নামীয় আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৭-২৭০—চট্টগ্রাম জেলার চকবাজার থানার মামলা নং-১১, তারিখ- ২৬-১০-২০১৪খ্রিঃ (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯/১০/১২/১৩/১৪) এ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশের সক্রিয় সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র তথা লিফলেট ও বিভিন্ন প্রকার বই বিতরণ করার অপরাধ। এজাহার নামীয় আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহ্‌মিনা বেগম
উপসচিব